বিচ্ছিন্নতাবোধেরঅ-আ-ক-খ ঃ রবীন্দ্র পরবর্তী তিন কবি

দেবাশিসদত্ত

।। এক ।।

জীবন তত্ত্বহীন নয়। তাই সাহিত্যও তত্ত্বহীন হতে পারেনা। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে, সমাজের ভাঙা - গড়ার প্রচ্ছদেই উদ্ভব ঘটেদর্শনের। মনন - চর্চা ফলত ঃ রসচর্চার সাথেই একসূত্রে গ্রথিত। মনন-চর্চা ওরস- চর্চার ধারাবাহিক পাত্র বদলেও রয়েছে জীবনের ইতিহাস।প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ - এই যে নামকরণ, এর মধ্যে শুধুমাত্রসামাজিক - আর্থিক পরিকাঠামো - গত বিবর্তন নেই। রয়েছে চিন্তনেরগভীরতর পরিবর্তনের বোধ। আধুনিকতা যদি মানবভাবনা ও গণতন্ত্রের তত্ত্ব হয় -- তাহলে সাহিত্য -শিল্পে তো তার ছোঁয়া লাগে। শিল্পী মানুষ। মানুষ বলেই তিনি তাঁরজীবনকে অবহেলা করতে পারেন না। গারদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে উন্মাদেরপ্রলাপ বকবার অধিকার আছে, আত্মতৃপ্তির জন্য যা খুশী করবার ফুরসৎআছে, কিন্তু সমাজের মধ্যে বাস করে আর যাই হোক, এই উন্মাদের মতোআত্মা-তৃপ্তিত অবাধ স্বাধীনতা মানুষের নেই শিল্পের খাতিরে শিল্পউন্মাদের প্রলাপ ভিন্ন কিছু না। জীবনের প্রতি শিল্পীরনির্দিষ্ট মনোভাব থাকা প্রয়োজন-- এই মনোভাবই তত্ত্ব। এই তত্ত্ব জীবননিরপেক্ষ নয়। বিশ্বের কোনো কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ, অপর - সম্পর্ক হীননয়। কবি, কবিতা, পাঠক - কেউই অন্য-সম্পর্কহীন নয়। প্রত্যকেই বৃহত্তরজগতের সঙ্গে লিপ্ত। এক সময় আর্ট-ফর-আর্টস-সেক বলে একটা কথা উঠেছিল।তবে একথাও সত্য যে, কোনো লেখা বিশ্লেষণের ব্যাপারটা তত্ত্বগত দিক থেকেব্যক্তির নিজস্ব পাঠের ওপর নির্ভর করাটাই স্বীকৃত। আর সেই সূত্র ধরেইকখনো রোঁলাবার্ত, কখনও সার্ত্রে, কখনও বা কিমি শেল ফুকো লেখকের মৃত্যুঘোষণা করেন। ফলে লেখকের জীবন দর্শনের তুলনায় শিল্প - কে কেন্দ্র করেসমালোচকের নিজস্ব তত্ত্ব অধিক গুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর সমালাচনা বাবিশ্লেষণ তখন আর বিনির্মান হয়ে ওঠে। আর এই সূত্রেই আলোচক পাঠকেরদৃষ্টিভঙ্গীতে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-রকবিতায় বিষন্নতা বোধ, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, হতাশার বোধ খুঁজে পায় ।স্মরণীয় যে, এই অনুভূতিগুলি Existentialism বা অস্তিত্ববাদ নামক তত্ত্বের এক গুত্বপূর্ণউপাদান। সেই বিচারেই এই তিন রবীন্দ্রোত্তর কবির কবিতা অস্তিবাদী দর্শনের প্রেক্ষাপটেবিশ্লেষণ -- এই আলোচকের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে।

।। দুই ।।

পাশ্চাত্য দর্শনেরত্রমবিকাশের ধারায় Existentialism বহু প্রচারিত এক Philosophy ।দ্বিতীয় বিশ্ব - যুদ্ধোত্তর যুগে এই দর্শন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায়একে অস্তিত্ববাদ বা অস্তিবাদ বলা হয়ে থাকে। ডেনমার্কের দার্শনিকসোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩ - ১৮৫৫) এই দর্শনের প্রবক্তা।কিয়ের্কেগার্দের জীবিতকালে তাঁর মাতৃভূমির বাইরে এই দর্শনের নাম তেমনকেউ জানতেন না। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পৃথিবী ব্যাপীএক রাজনৈতিক অস্বস্তি শুরু হয়। ভাঙে সমাজ, আস্তিকতা চূর্ণ -বিচূর্ণ নয়। শুরু হয় যুদ্ধ। মানুষের মন হয়ে ওঠে অশান্ত। ঝিজু ড়েপুঁজিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। চলে মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা। শুরু হয়মানুষ হত্যার চক্রান্ত। পুঁজিবাদের সাথে যুক্ত হয় মৌলবাদ।ভয়ঙ্করভাবে আক্রমণ শুরু করে ফ্যাসীবাদ। সমাজতান্ত্রিক শিবির তখনও খুববেশী শক্তিশালী নয়। এর মধ্যেই ঘটে যায় প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ পরবর্তীকালে জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠল। সর্বত্র লক্ষিত হলহতাশা, বিপন্নতা, শৃঙ্খলাহীনতা। মানুষের এই অনুভুতি ও বোধের দ্বন্দ্ব, বিশ্বেরএই পোড়া পটভূমিতেই ভাষা পেল কিয়ের্কেগার্দের দর্শন। পরবর্তী সময়েফরাসী চিন্তাবিদ জাঁ পল সার্ত্রে সৃজনশীল ও তত্ত্বধর্মী রচনার মধ্য দিয়ে এই দর্শন-কে আরওজনপ্রিয় করে তোলেন । তাঁর ভাষায় 'Our life has no future, it is aseries of present moments' এই বর্তমানমূহূর্তগুলির কথা স্মরণ করেই, সার্ত্রের বক্তব্য- মানুষ নিজের
জীবনের মধ্যে দিয়েই সারধর্ম গড়ে তোলে। সুতরাংশূন্যতা, হতাশা, বিপন্নতা থেকেও রক্ষা পেতে হবে। নীটশে তাঁর নন্দনে এবংসার্তে তাঁর দর্শনে তাই নষ্ট শস্য, পচা -চালকুমড়োর সমাজ, মিথ্যাচারে ভরা জীবনের মধ্যেও অর্থপূর্ণ সামগ্রিক ঐক্যেরসন্ধান করেছিলেন। তবে সে বিষয়ে তাদের অবলম্বন ছিল শিল্প - সাহিত্যেরমায়ার জগৎ। সেখানে পরিচিত জগৎ - কেই মানুষের মনের তৎকালীন বোধদিয়েই বিশ্লেষণ করেছিলেন সার্ত। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একাসনেঅধিষ্ঠাত আছেন আলব্যের কামু ও ফ্রানজ কাফকা। কামুর আউট সাইডার-এর নায়ক বলতে বাধ্য হয়--

"In a universe suddenlydeprived of light and illusions, man feels himself an outsider. This exile isirrevocable since he has on memories ofa lost homeland and no hope of hope of promise land."

এই হতাশা ও উদ্বেগময়জীবন নিয়ে মানুষ বিব্রত হয়েছে। অস্তিবাদের এই সুর ইউরোপীয়সাহিত্য ও চিত্রকলায় রূপ পেয়েছে। বাংলা কবিতায়-ও এই হতাশা, শূন্যতা,জীবনের অনিশ্চয়তার সুর ধবনিত হয়েছিল। তবে তা ইউরোপীয় সাহিত্যেরমত ততটা প্রবলভাবে নয়।

আসলে ইউরোপের সমাজ- বিবর্তন ও ভারতীয় জীবনধর্মের বিবরণ এক সাথে হয়নি। ফ্রান্সের মত এদেশেতীব্র বিপ্লব হয়নি। জমিদারতন্ত্র ছিল। ভাঙন ধরেনি

ভূমি রাজস্বব্যবস্থায়। শিল্পের বিকাশ হয়নি। মানুষ জমির মায়া ত্যাগকরতেপারেনি। ইউরোপের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও তেমন হয়নি।এমন কি পরাধীনদেশে বিদেশী শক্তির এদেশের আন্দোলন বহুদিন অবধি ছিল রাজনৈতিকভিক্ষা বা আবেদন- সীমাবদ্ধ। উপনিবেশিক মননের অধিকারী এদেশের মানুষ তখনও নীট্‌শে কথিত পুরাতন ঈশ্বরেরমৃত্যু মেনে নেয়নি। কেননা এদেশে ধর্মে - সংস্কৃতিতে বহুকাল যাবৎ আস্তিক্যদর্শনের প্রতি বিশ্বাস যেমন টিকে ছিল, তেমনি বর্তমানেও রয়েছে। যেইউরোপ ঈশ্বরের পূর্বে মানুষের স্থান ঘোষনা করেছে, সেইকালেএদেশে ঈশ্বরনির্ভরতা ছিল তীব্র। ডি. এইচ. লরেন্স তাঁর manifesto -তে যখন ঘোষণা করে বলেছেন--

It was 1915, old world ended.1915-1916 the spirit of old London Collapsed.

সে সময় এদেশ পুরাতনপৃথিবী পুরোনো জীর্ণমূল্যবোধেই ছিল বদ্ধ। কোলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই,দিল্লীর মত মহানগরীর মানসিকতাও আধুনিকতা কে তেমন ভাবে গ্রহণ করতেপারেনি। আর তাই যে যুগে ইউলিসিসের, সেই যুগেরবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গরদামিনী তার কামনা- বাসনা, যৌন ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে সার্থক হচ্ছেনা। বরংদামিনীর সংকটকে রবীন্দ্রনাথ যেন সমর্থন করেন না। তাই শচীশের পদাঘাত খেতেহয় দামিনীকে।

এতৎত্ত্বেও সামগ্রিকভাবেভারতীয় জীবনেও নিশ্চিত বিশ্বাসের মধ্যে বৈকি প্রতিক্রিয়াতেই ধরেছিলঘুন। ব্যর্থতা, ক্লান্তি, ভাঙ্গাচোরা জীবনের অবুদ্ধ বেদনা এদেশের কবিদের কাব্যেওপড়েছিল। তবে ইউরোপীয় সাহিত্যের মতপ্রথম মহাযুদ্ধে পরবর্তীকাল থেকেইঅস্তিবাদী সাহিত্যের যে জনপ্রিয়তা দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে - তাকিন্তু তিরিশের যুগ থেকেই শু হয়। কল্লোল যুগের সাহিত্যের মধ্যেও তখনলক্ষিত হয় অস্থিরতা বেদনা, নতুন মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ ।সে সময় রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা-য় বিশ্বাসের যে দৃঢ়তা ছিল, সেই যুগেরমানুষের মনে তা ছিল না । তাই রবীন্দ্রোত্তর কবিতাতেই প্রথমসচেতনভাবে লক্ষিত হল নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা ও হতাশা।

।। তিন ।।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে যতীন্দ্রনাথসেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার জয়গান এবং
প্রচলিতনৈতিকতার অবলুপ্তি নীটশে কথিত জরাথুস্ট্রের দর্শন দ্বারাই ব্যাখ্যাকরা সম্ভব। মোহিতলালের স্বপন পসারীকাব্যের নাদির সাহের জাগরণ কবিতায়যে মহামানবের ধারণা প্রকাশিত তার সঙ্গেও নীটশের 'Superman' --
এর তুলনা চলতে পারে।দুজনেই মানবিক দূর্বলতার ঊর্ধের এক নতুন শক্তিশালী, তেজস্বী, আগামী সত্তারকল্পনা করেছেন। নাদিরশাহের আকাঙক্ষা এই নবজাগ্রত অস্তিত্বেরআত্মপরীক্ষার আকাঙ্খা---

কত বড় আমি-- একবার চোখে হেরিবার শুধুচাই,
অধীর হয়েছে বক্ষকারায় শুধু সেই কামনাই।

কিয়ের্কেগার্ড ছিলেনখানিকটা ঈশ্বরবিশ্বাসী হাইডেগারও তাই। নীটশে বলেন--ঈশ্বরকে আমরা হত্যাকরেছি। "Thus spake Zarathustra" -তে তাঁর বক্তব্য ছিল--

"He who must be adestroyer,and
breakvalues in to pieces.
Deadare all Gods; now we will
Thatsuperman live."

নীট্‌শের দৃষ্টিতেডাইওনিসাস ও এপলো দেবতার মতো যীশুখ্রীস্ট-ও ছিলেন অনন্ত ও সঠিকসত্তার প্রতীক স্বরূপ।প্রাচীন গ্রীকরা তাদের উচ্চতম জ্ঞান ওসত্যের অনুসন্ধানে ডাইওনিসাস, এপলো ও সক্রেটিসের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধনকরেছিল । সে-দিনের গ্রীস তার চিন্তা ও কর্মে ক্ষমতার ইচ্ছাকেঅনুভব ও পরীক্ষা করেছিল, বাস্তব জগতের মোকাবিলা করেছিল।নীটশের আশা যে, তাঁর প্রস্তাবিত অতিমানবেও আবেগের সঙ্গেচিন্তা, আচরণ ও শিল্পকলার এক চমৎকার সমন্বয় গড়ে উঠবে।এবিষয়ে এবং মুশায়েরা পত্রিকার নীটশে সংখ্যায় প্রকাশিত আমিনুলইসলামের নীটশে রচনার খানিকটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে-- অতিমানবেরমধ্যে ডাইওনিসাস ও যীশুখ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব ঘটবে, এবং এই নতুনডাইওনিসাস ও যীশু অতীতের সব পরাজয় ও মৃত্যুর গ্লানি জয় করে নতুনভাবেঅগ্রসর হবেন। এবারেই পুনরায় সূত্রপাত ঘটবে আনন্দ ও গৌরবের সঙ্গে বেঁচেথাকার ইচ্ছা ও ক্ষমতার, এবং এভাবেই গড়ে উঠবে এক নতুন জাতির একবিজনীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার। এ সভ্যতার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে এক মৌলিকপরিবর্তন সংঘটিত হবে প্রচলিত ও গতানুগতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে।

এভাবেই পতন ঘটবেপুরাতন ঈশ্বরের। শেষ হবে খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরের দিন। নতুন ঈশ্বরেরআবির্ভাব ঘটবে--যিনি পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন এ বিশ্বের। মোহিতলালের নাদির শাহেরজাগরণের মধ্যেও যেন সে বার্তা ঘোষিত--

" পশু মেষ যেই পালন করেছে -- মানুষ মেষের দল
তারি দুর্বার তরবারে যাবে একেবারে রসাতল।
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিব দুর্বলতার গ্লানি
লুটাইব পায় হীরার মুকুট, রাজা আর রাজধানী। "

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখাতেও যে দুঃখবাদ -এর ভাষা কাব্যরূপ লাভ করেছে তা নৈরাশ্যজাত। নীটশেধর্ম ও বিশ্বাস উভয়কেই প্রাণের অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতার বিরোধীবলে মনে করতেন। ধর্ম মানুষ-কে জীবন বিমুখ করে। পরিবর্তন-কে ঠেকিয়েরাখতে চায়। তারা আত্ম - জিজ্ঞাসার বদলে নিশ্চিত উত্তরে আশ্রয় খোঁজে।অস্তিত্বের প্রবাহের মুখোমুখি হতে তারা শঙ্কিত, ধর্ম তাদেরঅবলম্বন। অনেকটা নীটশের এই ভাবনার সাথেই মিল ছিল যতীন্দ্রনাথেরও--

" তুমি শালগ্রাম শিলা--
শোওয়াবসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা। "

মরীচিকা,ঘুমের ঘোরে)

মরীচিকাকাব্যেরই আর এক স্থানে কবি লেখেন--

" প্রেম ও ধর্ম্ম জাগিতে পারে নাবারোটার বেশি রাতি। "

আসলে অস্তিবাদীকামু, কাফকা, সাত্রের লেখার মত বাঙালি লেখকদের লেখায় শূন্যতার যন্ত্রণাতেমন তীব্রতর নয়। তবে বিচ্ছিন্নতা বোধ বা লাতিন শব্দ Alienation আছে।অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কিত ধারণার অতি সূক্ষ্ম

পূর্বাভাস পাওয়া যায়বিখ্যাত ফরাসী মনীষী শোর রচনায়। শো স্বাভাবিক মানুষ এবং সামাজিকমানুষের মধ্যে যে প্রভেদ করেছিলেন, সেই প্রভেদের মধ্যেইপ্রাথমিকভাবে নিহিত ছিল অ্যালিয়েনেশন সম্পর্কিত ধারণার মূল বীজ।জীবন--সমুদ্রে আমারা প্রতিটি মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোসংযোগবিহীন--এই ধারণা কখনো নিঃসঙ্গতাবোধ বাএকাকীত্ববোধ, কখনো বা অবসাদেরসঙ্গে একাত্ম। এই অবসাদ মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথে ততটা প্রকট নয়। এরনগ্ন রূপ প্রথম যে বাঙালি কবির মধ্যে উদ্ভাসিত হল--তিনি জীবনানন্দদাশ। এমনকি জীবনানন্দ অস্তিবাদী দর্শনেরসঙ্গেও যে পরিচিত ছিলেন, তারওপ্রমাণ তাঁর লেখা কবিতার কথা গ্রন্থের উল্লিখিত কিছু অংশ---

কিয়েরকেগার্ডপ্রভৃতি দার্শনিকের অস্তিবাদ যা প্রকাশ করছে সেটা মানুষেরপ্রাণধর্মে টিকে থাকার- মনকে চোখ ঠার দিয়ে বা না দিয়ে -প্রাথমিক উপায় হিসাবে (নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায়ই)হাজার বছর ধরে গ্রহণ করে আসছে মানুষ।

অস্তিবাদীদের কথায়বলতে হয় যে, প্রাণধর্মে টিকে থাকতে গেলে ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবেই দেখতেহবে। তবে অস্তিবাদীদের যে ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকারকরেন না-- এ ধারণাও ঠিক নয়। ব্যক্তি সমাজে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সমাজেরযান্ত্রিকতায় সে ক্ষুদ্ধ , ব্যথিত, উদ্বিগ্ন। তখন সে সমাজেরপরিপ্রেক্ষিতে সমাজ থেকে আলাদা হয়ে নিজের অস্তিত্ব অনুভবকরতে চায়। হাই দেগারেরর মতে, ব্যক্তির অস্তিত্ব মানেই হচ্ছে তারথেকে আলাদা অনেক কিছুর মধ্যে ব্যক্তির উপস্থিতি। ব্লাকহাম তাঁর 'SixExistentialist Thinkers' গ্রন্থে বলেন--

This being in the world whichconstitutes human being is the being of a self in its inseperable relation witha not self – The world of things and other persons in which the self always andnecessarily finds itself instead.

।। চার ।।

বাস্তবজগৎ কখনও কখনও ব্যক্তির জীবনে বাধা সৃষ্টিকরে । বাস্তব জগতের বিরোধের ফলে কোনো সিদ্ধান্তেই ব্যাক্তিতৃপ্ত হতে পারে না। ব্যক্তির মধ্যে এক ধরণের উদ্বেগ কার্যকরী হয়। ব্যক্তিব্যর্থতা অনুভব করে এবং জীবনের প্রতি হতাশাগ্রস্ত হয়। তখন সেআরও নিঃসঙ্গ, আরও একাকী হয়ে যায়। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বারবার সেইনিঃসঙ্গতা প্রমাণিত। গোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাঁরকবিতায় প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করা যাবে। এব্যাপারে ধূসরপান্ডুলিপির উদাহরণ নেওয়া যেতেপারে--

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ? (বোধ)

কিন্তু কবি এখানে নিজেরমুদ্রাদোষ বলতে কী বোঝাচ্ছেন ? এই মুদ্রাদোষআসলে এক জটিলতা। যন্ত্র - বিধবস্ত পৃথিবীতে সংখ্যা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাথেকে জন্ম এই জটিলতার। কবি নিজের ক্ষেত্রেও যেন প্রশ্নকরেছেন আমি কে ? নিজের বুদ্ধির সাহায্যে বুঝে নিতে চাইছেন তার অস্তিত্ব,বাস্তবতা এবং পতন। কিন্তু পারছেন না। বোধের জগতে ধাক্কা খাচ্ছে তাঁরবিশ্বাস। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর আনন্দ তাঁকে আরও নিঃসঙ্গকরে তুলছে। কেননা সমাজ কথিত সহজ লোক তিনি নন, তিনি তো প্রশ্নকরবেন, বিব্রত করবেন, বোধ দিয়ে মেলাবেন বাস্তবকে। সে কারণেই কেউতাঁর বন্ধু হবে না। হবে না বলেই কবির অনুভব--

আলো অন্ধকারের যাই--মাথার ভিতরে / স্বপ্ন নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে / ।
স্বপ্ন নয়,শান্তি নয়-- ভালবাসা নয় / হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয় ।
আমি তারে পারি নাএড়াতে । সে আমার হাত রাখে হাতে, / সব তুচ্ছ মনে হয়,
শান্ত মনে হয়, / সব চিন্তা -প্রার্থনার সকল সময় / শূন্য মনে হয়...। (বোধ)

এই শূন্য জীবনের বিপন্নবোধ নিয়েই নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়োর সমাজে কবির মাল্যবানউপন্যাসের নায়ক মাল্যবানের উপলব্ধি ছিল-- মানুষের চেয়ে বড় শয়তান আরকে আছে এই সৃষ্টির ভেতর ! শয়তান ! এ উপন্যাস গভীরভাবে অনুশীলন করলে মাল্যবান-কেঅস্তিত্বের সংকটে বিপর্যস্ত নায়ক মানতে অসুবিধা হয়না। সেবিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, -প্রেম থেকে প্রতারিত, স্ত্রী থেকে সংসার থেকে।তাই তো কবিতায় জীবনানন্দের কণ্ঠে এই বিশ্বের প্রতি নিষ্ঠুরএকমন্তব্যে আমাদের বিপর্যস্ত হতে হয়--

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ

অস্তিবাদীহাইডেগারের মতে উদ্বেগ (dread) এমন এক মানবিক ভাব, তামানুষকে শূন্যতার অনুগামী করে। কিয়র্কেগার্ডের মতটি এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য তিনি বলেন -- Dreadis the possibility of freedom । আর হাইডেগারবলেন - 'Dread reveals nothing' ।সার্তে একেই 'Anguish' রূপে বর্ণনাকরেন। তাঁর 'La Nausee' উপন্যাসের নায়ক আঁতোয়ান রোঁকেতঁ-র মতবুদ্ধিজীবি এই Anguish' বা 'Dread' দ্বারা আক্রান্ত । জীবনানন্দের ধূসরপান্ডুলিপি- র নায়কের সব শূন্য মনে হওয়ার কারণ এই 'Dread' বা 'Anguish' । একে জীবনানন্দের ভাষায় বলাযায়-- বোধ। এই বোধ-ই মহাপৃথিবী কাব্যের নায়কের জীবনে আরো একবিস্ময় রূপে উপস্থিত হয়। আটবছর আগের একদিন-- এর ন

ায়ক যেনআলবেয়ার কামু-র আউটসাউডার-এর নায়ক ও মিথ অফ সিসিফাস - এরসিসিফাসের সঙ্গে এক পথের পথিক। যে জীবনের যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থেকে কামু-রনায়ক মনে করেন, এ পৃথিবী তার অচেনা, তিনি আগন্তুক। জীবনানন্দর নায়কেরউপলব্ধি যেন আরও মর্মান্তিক। সিসিফাস যেমন প্রচন্ড পরিশ্রম করেপর্বতের শিখর দেশে পাথর টেনে নিয়ে যেতে যেতে সাফল্যের মুখ দেখবেন বলেআনন্দ প্রকাশের অপেক্ষা করেছেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। পাথরটিপুনরায় গড়িয়ে গড়িয়ে নীচের দিকে পড়ল। জীবনানন্দের নায়ক যেন তাঁরএতদিনের অতিবাহিত করা জীবনেরও পড়ে যাওয়া দেখে বেদনার্ত। একদিকে রক্ত, ক্লেদ, গলিত স্থবির ব্যাঙজর্জরিত, উড়ন্ত কীটের আক্রমণে বিধবস্ত, মড়কের ইঁদুরেরপচাগলা জীবনের দাসত্ব, আর অন্যদিকে জীবনের সার্থকতা খোঁজা– এই দ্বন্দ্বক ার্যকরী জীবনানন্দে। আমি কে ? কিসেআমার পরিচয়। আমার কী মূল্য ? – এই দুই আমির বিদ্ধতার মধ্য দিয়েইজীবনানন্দের নায়কেরও বিচ্ছিন্নতা, তার উদ্বেগ–

জানি তবু জানি। নারীরহৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি, / অর্থ নয়
কীর্তি নয় - সচ্ছলতা নয়- আরো এক বিপন্ন বিস্ময় / আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে / খেলা করে, / আমদেরক্লান্ত করে / ক্লান্ত - ক্লান্ত করে ।
এই ক্লান্তি ছিলএলিয়টের মধ্যেও।এযুগের অসার ও অর্থহীন জীবন দেখে তিনিও "The waste land' -এবলেন-

"Here is no water, butonly rock
Rickand no water and the sandy road."

জীবনের এই অর্থহীনতাথেকে বাঁচতে চায় মানুষ। শান্তি চায়, চায় ক্লান্তি থেকেমুক্তি। আর এই মুক্তির জন্য সে যাকরে তা আরও মর্মান্তিক–

লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই,
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতা,প্রেম, নারী, শিশু এসব কিছু তাকে শান্তি দেয়নি, মৃত্যু তাকেকীভাবে শান্তি দেয়। এ বিষয়ে অস্তিবাদী দর্শনের মত বিশ্লেষণযোগ্য। হাইডেগার মৃত্যুর মধ্যে জীবনের পরিণতি অনুসন্ধান করেছেন। এর মধ্যেদিয়ে জাগতিক সত্তার বিরোধিতা করা যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তনিতে ব্যক্তিকে অনিশ্চয়তার স ম্মুখীন হতে হয়। কারণ কর্মপন্থা সেখানেএকাধিক রয়েছে। অতএব মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আমরা পূর্ণসত্তার উপলব্ধিকরি। জীবনানন্দেরধূসর পান্ডুলিপি কাব্যের কবিতাতেও যেন এই মৃত্যু বন্দনাআলোড়িত করে পাঠক-কে–

মৃত্যুরেও তবে তারাফেলিবে বেসে ভালো।
এমনকি ক্যাম্পে কবিতাতেওকবি স্থবির বেঁচে থাকা-র বিরোধিতায় মৃত্যুর জয়গান রচনা করেন–
প্রেমের সাহস সাধস্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই না কি ?
আরএই একই বোধ - জাত রচনা–
শোনো
তবুএ মৃতের গল্প, কোনো
নারীরপ্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই,
বিবাহিতজীবনের সাধ
কোথাওরাখেনি কোনো খাদ।
জীবনানন্দেরঅপ্রকাশিত (বিভাব সম্পাদিত) কিছু কবিতাও আমাদের আলোচ্যদর্শনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়–

জীবনের সব শান্তি শেষ হলে মরণের মতন মধুর
(সপ্তমসংখ্যক)

অথবা

অসহিষ্ণু পৃথিবী কি কোনোদিন শুনিতেছে জীবনের কথা ?
উচ্ছৃঙ্খল পৃথিবী কি কোনোদিন ভুলে যায় মরণের ভয় ?

আসলে অসহিষ্ণুপৃথিবী জীবনের কথা শোনে নি বলেই সচেতন কবি মরণকে ভয় পাননি, এর মধ্যেআত্মা - সমর্পনের মধ্য দিয়ে যেন নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে য াওয়া।কেননা জীবনের কথা বলতে বলতে কবি এ পৃথিবীতে কেন যে একা হয়ে যান, জানেননা. তাই-তো ধূসর পান্ডুলিপি - তে বক্তব্য ছিল– জন্মযাইছে যারা এইপৃথিবীতে , সন্তানের মতো হয়ে– , সন্তানের জন্ম দিতে দিতে,যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়, কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়,যাহাদের, কিংরা যারা পৃথিবীর বীজ খেতে আসিতেছে , চলে, জন্ম দেবে -জন্ম দেবে বলে, তাদের হৃদয় তার মাথার মতন, আমার হৃদয় না -কি ?
তাহাদের মন, আমার মনেরমত না কি, – তবু কেন এমন একাকী ? , তবু আমি এমন একাকী।

এই একাকীত্ব আসলে সেইএকাকীত্ব – যেখানে অপ্রিয় সত্য কথা বলা যায় না। আউটসাইডার -এরনায়কের একাকীত্ব। এই প্রসঙ্গে বাংলা কবিতা ঃ মেজাজ ও মনোবীজ গ্রন্থেজহর সেন মজুমদারের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন–
জীবনানন্দের অভিঘাতপ্রতীক মানব একক নির্জন বাস্তবতার মধ্যে ঢুকে থাকে। ফলে এইমানব না পারে বাজার, প্রতিযোগিতা, শ্রম ও বিভাজন-কে নিয়ন্ত্রণ করতে, নাপারে ব্যক্তিগত জীবনের ক্লান্তি ও হতাশার শূন্যগ্রাস কাটিয়ে উঠতে।সেই উলকিপরা মানব না হতে পারে ধ্যানী, না হতে পারে সামাজিকতারভাষ্য। ফলে অ

াত্মকাম-এর আচ্ছন্ন ঘোর এবং তার জন্য যতদিন বাঁচা ততদিনটেনশন -ভোগ । বোধ এবং বোধির বিশেষকেন্দ্রটি নিয়মতান্ত্রিক বিনোদনে হারিয়ে যেতে থাকে। তখন অন্তর্দৃষ্টিহীন এ্যালিয়েনেশন মানব-কেক্লাউন করে দেয়।

আর সেই মুহূর্তেই জীবনানন্দ বলেন--
এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর
রাখিবেনা চোখ আর নয়নের পরে
ভালোবাসাআসিবে না। অবসরের গান

এরকমভালোবাসাহীন পৃথিবীতেই কবি চান--
জীবনেরচেয়ে সুস্থ মানুষের নিভৃতমরণ।
।। পাঁচ ।।
রবীন্দ্রোত্তর কালের অন্যতমদার্শনিক কবি ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শিল্পে কলাকৈবল্যবাদেরই সমর্থক।সংবর্ত কাব্যে কবি নিজেকে দার্শনিককবি বলেই ঘোষণা করেছেন। এমন কি দশমী কাব্যের উপস্থাপন কবিতায়তিনি নিজেকে আমি ক্ষণবাদী - ও বলেছেন। তবে আজকে এই ক্ষণবাদকেবৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকতাবাদ রূপে অভিহিত করলেও, মনে হয় তাঅস্তিবাদী দর্শন- গত ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। বুদ্ধদেবের অনিত্যবাদ-কেপরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকরা বিশেষ করে সৌত্রান্তিক-রা ক্ষণিকবাদেপরিণত করেন। ক্ষণিকবাদ অনুসারে কোনো ক্ষণিক বলেছিলেন। সুধীনদত্তের ক্ষণবাদ মননশীলতায় খচিত অবস্থা। তাঁর কাব্যের একটি প্রধান সুর হল -- নিঃসঙ্গতা। আসলত্রিশ শতকের ধনতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে করেছিল পণ্য, পরিণত করেছিলসংখ্যায়। মনোবিজ্ঞানী এরিকফ্রম একে বলেছেন -- "The automation, the alienated man" । এই মানুষের কাছে আশা নেই, ভরসানেই। ভেঙে গেছে একান্নব
র্তী পরিবার। ভালবাসার ফ্ল্যাট প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষ প্রেমিক নয় হচ্ছেপ্রতিযোগী। ফলে এযুগের চিন্তাবিদ কবিও তাই সভ্যতার এইপুঁজ-রক্তে বেদনার্ত। এলিয়ট এযুগকে বলেন-- "This is dead land. This iscactus land" । আর সুধীন্দ্রনাথতাঁর অর্কেষ্ট্রা কাব্যের হৈমন্তীর শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে বলেছেন---
আজি আর ফিরিব নাশাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে

কেননা, তিনি জানেন চরমসত্য বা পরম বলে আজ কিছু নেই। কালপেঁচা,বাদুড়, শৃগালেরা যে বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে মত্ত হয়েছে-- সেই পটভূমিকায় মৃত্যু,সত্য। তাই শাশ্বত। রবীন্দ্র কথিত আকাশ ভরা সূর্য তারা-ও আজ হিরোসিমা -নাগাসাকির আগুনের মৃত্যু - খচিতকালো ধোঁয়ায় ঢাকা। আর তাই এই চেতনা বিক্ষুব্ধ কবির কাব্যেরউপমা শেষ পর্যন্ত অনন্ত সৌন্দর্যময় কোনো কিছুর সন্ধান করে না।তার কবিতায় এসে যায় --প্রেতস্তব্ধ গৃহ, মভূমি, নরক, রিক্ত মাঠ, পিশাচ, গোরস্থান,ধৃতফণা নাগিনী, মদ, চাবুক, গলিত শবের গন্ধ, আদিম আঁধার, বিকট পশু ইত্যাদি।

সুধীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত কবিতা কুক্কুট। তখন ১৯২৮ সাল। এখানেতিনি বলেন ---
শূন্যগর্ভ নভস্থলঅকস্মাৎ অনুনাদে ভরি
তরঙ্গিল সারা বিশ্ব হেকুক্কুট, তোমার মাভৈ....
তাহলে সারা বিশ্ব আলোড়িত হয়েছে কার ডাকে ? উত্তর কুক্কুটের। কে এই কুক্কুট ? দুদুটো বিশ্বযুদ্ধস্রষ্টা যারাতারা, যারা শান্তিভঙ্গ করেছে বিশ্বের, জাতিভেদে বিভক্ত করেছেমানুষকে, পৃথিবী-কে করেছে অনাথ, মেদিনীমুখর করে যারা শেষ পর্যন্তএকনায়কতন্ত্রের বীজ বপন করতে চায় -- কোকিলের কুহুডাক, পাখীরকাকলি স্তব্ধ করা সেই অমানুষ দের-- কবি কুক্কুট বলেন। এইপরিস্থিতিতে কবি দেখেছেন জ্ঞানের জগতে লেগেছে মড়ক। ফলে যেনমানবতারও মৃত্যু ঘটে গেছে। আর তাই তো এলিয়ট যেমন তার দি ককটেলপার্টি -তে বলেন--
"Whathas happened has made me aware
Thatl've always been alone."

তেমনি সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে যাঘোষিত হয় তা শুধু কবিতা থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষের আর্তনাদ--
অতএব কারো পথচেয়ে লাভ নেই,
অমোঘ নিধন শ্রেয় তোস্ব - ধর্মেই,
বিরূপ বিশ্ব মানুষ,নিয়ত একাকী।
এই একাকীত্ব কেন ? যযাতি কবিতায় কবি তার উত্তর দেন--
জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ / নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তুতারা / প্রাচীর, পরিখা, রক্ষীগুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও / উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতুনদীতে নদীতে, / ম নগরে নগরে।

এই জীবন, এই সর্বগ্রাসী হতাশা, পারিপার্শ্বিক সর্বনাশ, অসংযমী সংঘাতে,আর্তে - আর্তে, স্বার্থে সংঘাতে উপলব্ধি করে সুধীন্দ্রনাথও হাইডেগার বর্ণিতশূন্যতার আতঙ্ক উপলব্ধি করেন।নীটশের মতই কবিও বুঝতে পারেন বিধাতানিহত। অর্কেষ্ট্রারবিস্মরণীতে তাই উচ্চারণ করেন---
উড়ায়েমর বায়ে ছিন্ন বেদ--বেদান্তর পাতা,
বলেছিপিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা।
তাই আজ দুদন্ডদাঁড়াবার মত ছায়া নেই। তা ক্ষয়ে ক্ষয়েপদতলে মরে গেছে। চর্তুদিকে যে আদিম অন্ধকার তা কবির অসহ্য মনে হচ্ছে।তাই নিদ্রায় শান্তি তিনি পাচ্ছেন না। উত্তর ফাল্গুনী -তে তিনিবলেছেন যে, তার কাছে, ঘুম অসাড়। অর্কেষ্ট্রায় তার বক্তব্য - তিনিএকলা কালের ধ্বংসাবশেষ বয়ে বেড়াচ্ছেন। এই শূন্যতা থেকে জীবনানন্দের মততিনিও মৃত্যুর মাধুরী কামনা করেন। প্রেমহীন সমাজে ক্লান্ত হয়েশ্রেয় মনে করেন মভূমি। তার উপলব্ধি---

..তাই অসহ্য লাগেও-আত্মরতি
অন্ধহলে কিপ্রলয় বন্ধথাকে ?

অসহ্য লাগা এই আত্মরতি থেকে তাহলে মুক্তির উপায় ? সে ব্যাপারে কবি অর্কেস্ট্রা কাব্যের অর্কেস্ট্রা-য় সমাধান করে দিয়ে বলেন--

..মৃত্যু কেবল যাতনাধ্রুব সখা
যাতনা শুধুই যাতনাসুচির সাথী..

এমনকি উত্তর ফাল্গুনি -র দ্বন্দ্ব কবিতাতেও তিনি গ্রহ, তারা,নক্ষত্রের মত মৃত্যুকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধির কারণ কি ? কেন কবি পলায়নী মনোবৃত্তি অবলম্বন করেন ? যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা,আদর্শ - হীনতা, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা-- এটাই কিএকমাত্র কারণ ? নতুবা কেন তিনি তাঁর সেই বিখ্যাতক্রন্দসী কাব্যের বহুজনপ্রিয় উটপাখী কবিতায় বলেন---

..কোথায় লুকবে ? ধূধূ করে মরূভূমি,
ক্ষয়ে ক্ষয়েছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তেমরীচিকাও যে নেই,
নির্বাক, নীল, নির্মমমহাকাশ।..

এই কারণ কবি ও সমালোচক রঞ্জিত সিংহের বক্তব্যেই স্পষ্টভাবেউল্লেখ করতে পারি---

..আধুনিক যুগেরএকটি অত্যন্ত বুদ্ধি সচেতন মানুষের চিন্তায়িত কর্মে যে
বিবেকীদ্বিধার দোলাচল থাকে, যার পরিচিতি নিঃসঙ্গতা বোধে,
সুধীন্দ্রনাথেরকবিসত্তা সেই অনুভূতিরই জন্মস্থল।..

।।ছয় ।।

এ যুগের আর এক কবি বিষ্ণু দে। তিনি ছিলেন মার্কসীয় দর্শনেবিশ্বাসী। অস্তিবাদী দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের এক গভীর বিরোধরয়েছে। খুব সরলীকরণ হয়ে গেলেও, একথা সত্য যে, গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্নব্যক্তির অস্তিত্ব মার্কসবাদে স্বীকৃত নয়। তাদের মতে এটা ব্যক্তিগতঅনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রাধান্য দেয়। ফলে মার্কসবাদে আস্থাশীলকবি বিষ্ণু দেরও কবিতাকে অস্তিবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করাটা খাকিটাঅসুবিধাজনক। তবে ব্যক্তি ও শিল্পী জীবন এক নয়। একথা স্মরণ করেই,অস্তিবাদ দিয়ে না হলেও, জীবনের অস্থিরতা, নিঃ সঙ্গতার বেদনা কবিবিষ্ণু -দের কাব্যে রয়েছে, ধ্বংসোন্মুখ পশ্চিম ইউরোপ-কে যে উদ্বেগ নিয়ে এলিয়টপোড়ো জমি বলে বর্ণনা করেন, অথবা 'choruses from The Rock' - এ তিনি বলেন -- "The desert is in the heart of your brother." সেই ম
ভূমি সদৃশ হৃদয়হীন বিশ্ব -কে বিষ্ণু বলেন চোরাবালি।

তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়--
চাঁদের আলায়চাঁচর বালির চড়া
এখানে কখনো বাসর হয়না গড়া

এই হতাশা ও শূন্যতা বোধ - এর পথে অস্তিবাদী দর্শনের নানাউপাদানের মিল আছে। আর এই পৃথিবী নিয়ে এমন অসহায়তাবোধ কবির আছেবলেই তো তিনি সমাজ-পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন, তা সত্ত্বেও তিনিজানেন এ বর্তমান আশাজনক নয়, তাই তার মনে হয় এ যুগে স্বপ্ন নেই,স্বপ্নের অর্থ নেই, কবির অনুভবে সবই যেন দুঃস্বপ্ন--

স্বপ্নেরা হলফণিমনসার বন
(পঞ্চমুখ)

অতি- বাস্তববাদী বিষ্ণু নাগরিক জীবনের কবি, তিনি দেখেছেনশহুরে-সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতা। বেনিয়াপনা মানুষের স্বভাব-কে গ্রাসকরেছে। ফলে কবি মনে সৃষ্টি হয়েছে দ্বন্দ্ব। তিনি অসুস্থ হয়েছেন যুগযন্ত্রণায়। অস্থির মনে তাই তার বক্তব্য---

দিন মোর ক্লান্তহতশ্বাস
হেমন্তেরকুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো
(কবিকিশোর / চোরাবালি)

এযুগের ছিন্নমূলমানুষের বেদনাও কবির কণ্ঠে নিঃসঙ্গতার বাণীরূপে প্রকাশিত

..নিঃসঙ্গতা জানি আমিদেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড়সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড়নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিগন্তের ফ্রেমেএনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি..
..অন্বিষ্ট / অন্বিষ্ট

এই বোধ যুগ- অসুখের বোধ। পৃথিবীটা যে ধীরে ধীরে পশু-মৃগয়া থেকেনর-মৃগয়ার দিকে চলেছে। এখানে মুনাফার প্রদর্শনী। মানুষ হয়েছে পণ্য,মন নেই ! ভালোবাসা নেই। আছে ক্লান্ত মন ওউগ্র অন্ধকার। প্রেম যেন প্রভাতের গণিকার মতো, সেখানে কবিরবক্তব্য--। অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে আমি ডুবে আছি একা। তিনি অতীতমুখী না হয়েবর্ত্তমানকেও নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাই উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যেও কবিসেই অন্ধকারময় বর্ত্তমানের চিত্রকল্প রচনা করেন, সন্দীপের চর কাব্যেরসন্দীপের চর কবিতায় কবি বলেছিলেন----

..আমাদের মুক্তি নেইসাপের একক স্বর্গে
আমরা মানুষ..

অর্থাৎ আমাদের মুক্তি না থাকলেওযে মানুষ ছিলাম তা বিষ্ণু দেস্বীকার করেন। কিন্তু উত্তরে থাকো মৌন, উর্বশী ও আর্টেমিস কাব্যের বহুকবিতায় সেই মানুষ

ইঁদুর, শেয়াল ও নেকড়ের মত হয়ে যায়। প্রথমথেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তি কাল জুড়ে কবি দেখেছেন মানুষের পরিবর্তন।ধনতন্ত্র মানুষ-কে ব্যাধিগ্রস্ত করেছে। রঙীন স্বপ্ন হয়েছে খুনীজীবনের এই প্রতিকূলতাকে বোঝাতে কবি নানা ধরণের শব্দ ব্যবহার করেছেন।যথা--

..দমবন্ধ ঘর, মড়ক,মভূমি, চোরাবালি, ফণিমনসা, পার্বত্য কিরাত, নরক, ঘৃণার গঙ্গা,পোড়োজমি,
বর্ণহীন অমাবস্যা,অমানুষিক চোখ, মৃত্যুর চড়ক, অকাল জরা..

যেখানেই বাসা বাঁধে কবিতায় আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার নিখুঁতচিত্রকল্প রচনা করে কবি তার অধঃপতনকে নির্দেশ করেছেন---

..অথবা শহরে যেখানেইবাসা বাঁধো,
সেই ক্লান্তিআর অসন্তোষ।
নানান অতৃপ্তি আরবিচ্ছিন্নতা.....
.....
অনেক ইঁদুর আরশেয়াল, নেকড়েও, কুমিরও,
ডাইনো - টিরানো -সোরস।

.....
লুটেপুটখাবে যত লুটেরারা
যতকালীর পুতনা আর যত কংসের বংশে

অস্তিত্বের ধবংস দেখে কবি বেদনা পান। এসময়ে সকলের মত হওয়া মানেপণ্য হওয়া। তা কবি হতে চান নি, কিন্তু প্রিয় জনেরা ধীরে ধীরেনিজেরা সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে। আত্ম - সমর্পণ করেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা- কে ধিক্কারজানানো দূরে থাক্, সেই সভ্যতার তারা যেন বস্তু বাচক উপাদান হয়ে গেল দেখে কবির বক্তব্য----

মিশে গেলে তুমিসাধারণ হয়ে !
লেকে আজকাল সকলেইযায়,
সকলেরই মতো ম্লানসন্ধ্যায়
তুমিও যাচ্ছো। কিবুর্জোয়া
(বেতাল / চোরাবালি)

মরিস কনফোর্থ একদা বলেছিলেন-- 'There is no middle position betweenRevolution and Reaction', বিষ্ণুদে এই মতে বিশ্বাসী। তাই স্বার্থপর মধ্যবিত্ত জীবনে বিশ্বাসী মানুষদের কবি ঘৃণাকরেন। কিন্তু এরাই পদাধিকারী। এরা নেতা। এরা মুখোশ পরিহিত। চারপাশেএদেরই ভীড়। তাই ভীড়ে চক্রান্তের, ষড়যন্ত্রের, ভোগের,চতুরতার, পণ্য-সর্বস্বমানের। এখানে সত্য, সুন্দর, বিপ্লব, নৈতিকতারবোধ যেন সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘু কবিও। তিনিও নিজেকে আউটসাইডার ভাবছেন।দিনের পর দিন একা হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই একাকীত্বের বোধজাতকবিতারকয়েকটি চরণ সারিবদ্ধভাবে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

এক বিদেশী পথিক আমি এসেছিকি বিধাতার ভুলে পৃথিবীর সভাগৃহে.....
(উর্বশীও আর্টেমিস কাব্য)

দুই বিস্মিত তোরণেতব
অতিথি এসেছি আজ,পরপক্ষ অজ্ঞাত-চেতনা
(পূর্বলেখ)

তিন ..অদ্ভুত জীবন দেখ,আমাদের কয়েক পুষ
খুঁজে মরি নিজবাসভূমি, আছি আপন দেশেই।..
(স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ)

তবে শেষ পর্যন্ত, কবি আশাবাদী। কেননা ব্যক্তিগত জীবনে যেমার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস কবির ছিল, সেইসূত্রে আশাবাদী সাম্যবাদ তাঁর লক্ষ্য। তাই মানুষের সভ্যতায় আশা তাররয়েছে। তিনি মৃত্যু চাননি। বেঁচে থেকেই এ বিশ্বকে মানুষের বাসযোগ্যকরতে চান। তাঁর বোধ থেকেই কবি ঘোষণা করেন----

উদ্ধত প্রেমউদ্ধত হাতে আনো,
সন্ধ্যা আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণ-মায়াকে হানো।
(ওফেলিয়া / চোরাবালি)

মৃত্যুর বিদ্ধেইজীবনের জয় ঘোষণা করে কবির বক্তব্য--

..এসো দুই জনেমৃত্যুর প্রতি দুর করি খরস্রোতে..

মার্কসীয় বিশ্বাসেই কবি জনগণের সংহতি চান। সমষ্টির মধ্যে আত্ম - দানের মধ্যে দিয়েইকবিজীবনের পূর্ণতা। তই -তো নাম রেখেছি কোমল গান্ধার কাব্যে তিনি বলেন--

..এ হোক এককের বহুবহুধায় এক
রোহ কাময়তদ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি
....
সেই একতায় নিঃশেষহোক এক ও বহুর নেতি

এই বিশ্বাসেরপরমবাণী আরও প্রকটভাবে সার্থক হয়ে ওঠে নিম্নোক্ত পঙক্তিতে--

..জোনাক পোকারহাজার আলো
তোমরা হাজারজোনাক জ্বালো।..

(আমারহৃদয়ে বাঁচো.. কাব্য)

।। সাত ।।

আলোচনা সম্পূর্ণ নয়। আসলে কাব্যের বিশ্লেষণ এত সংক্ষিপ্ত পরিসরেকরা অসম্ভব ব্যাপার। আর অস্তিবাদ, যে প্রেক্ষিতে তার উদ্ভব ওবিকাশ তার Context - এ দেশ নয়। এ দেশের জীবনের দর্শনের সাথেতার সাদৃশ্য-ও কম। কেননা, ভারতীয়রা চরম বিপর্যয়ে ও ঈশ্বরে সমর্পণ রত।যে বিশ্বাসে নীৎসে উনিশ শতকে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন, সেই বিশ্বাসএকালের ভারতেও প্রায় অর্ধেক মানুষের আছে কিনা নিশ্চিতভাবে বলাযাবে না। তাছাড়া আমরা ট্রাজেড়ি - তে বিশ্বাস করি ন া। জন্মান্তরবাদও কর্মফলবাদ-এর ধারণা এখনও ত্যাগ করতে পারি না। স্বাধীনতা আন্দোলন ছাড়াবিরাট কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিপ্লব বা অস্থিরতা এদেশেপ্রকট নয়। বণিকতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেদিয়ে যন্ত্র- রাক্ষসের যে আক্রমণপুঁজিবাদী দুনিয়ায় লক্ষিত এদেশে তা থাকলেও, প্রতিক্রিয়া ম্লান।ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক দেশ। সামন্ততন্ত্রের খোলস ছেড়ে একনও বেতেপারেনি এদেশের সমাজ, রাজনীতি এমনকি সংস্কৃতিও। ফলে একদিকে যন্ত্রসভ্যতারযে তীব্র আক্রমণ ও অন্যদিকে মানুষের জীবনের যে প্রকট সংকট-তা ভারতবাসীরঅনুভবে তেমন নেই। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যর্থতা, ঔপনিবেশিক শোষণেরগভীর ক্ষত। বেকারত্ব, ফ্যাসীবাদী শক্তির আন্তর্জাতিক আক্রমণএখানকার মধ্যবিত্তের মনে যেভাবে প্রতিফলিত তাতে অস্বস্তি থাকলেওঅস্থিরতা ছিল ন। নিঃসঙ্গতা থাকলেও ছিল না পৃথিবী ব্যাপী শূন্যতার বোধ।তবে বিচ্ছিন্নতা ছিল। আত্ম-দূরত্ব ছিল। ছিল প্রকৃত আমি কে লুকিয়ে রাখা।একে ফ্রয়েড কথিত অবদমন -ও বলা যেতে প ারে। আস্তিক দর্শনে বিশ্বাসী এইদেশের ভাষা, সেই ভাষার সাহিত্যের তিন-চার এর দশকের তিন কবিরকবিতাকে অস্তিবাদীদর্শনেরবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিচার করলাম ঠিকই, তবে তা বিচ্ছিন্নতা, আত্মদূরত্ব ও অবদমন দিয়েও ব্যাখ্যা করতে হবে।

ঋণ স্বীকার ঃ—
বিয়িং এন্ডনাথিংনেস - জাঁ পল সার্ত্রে
সিক্স একজিস্টেনসিয়ালিস্ট থিংকারস - এইচ. জে. ব্লাকহেম
অস্তিবাদ ঃ জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য - মৃণালকান্তি ভদ্র
আলোচনাচত্র (নবম সংকলন, অক্টোবর ১৯৯৭) সংকলক -চিরঞ্জীব বসু
বিয়িং এন্ডটাইম - হাইডেগার
বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন - পথিক বসু
কবিতার কথা - জীবনানন্দ দাশ
বাংলা কবিতা ঃ মেজাজ ওমনোবীজ - জহর সেন মজুমদার

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com